রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২২ সনের ৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২০, ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫—৩২
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫—৩২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩—১৯
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩১—৫২
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ কার্তিক ১৪২৮/১৮ অক্টোবর ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৩৬.২০-১৬৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুর রব (পরিচিতি নম্বর-২০২৮৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংযুক্ত ইতঃপূর্বে উপপ্রধান হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত অবস্থায় কর্মস্থল অনুপস্থিত থাকায় তাঁকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে টেলিফোন মারফত নিয়মিত অফিসে আসতে বলা হলেও তিনি অফিসে না আসায় তাঁকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কারণ দর্শানোর ব্যাখ্যাসহ কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হলেও তিনি অফিসে যোগদান না করায় এবং ০২-০৯-২০২০ তারিখে উপসচিব হিসেবে পদোন্নতি পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১০-০৯-২০২০ তারিখে তাঁকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্তি আদেশ প্রদান করা হলেও তিনি যথাসময়ে যোগদান না করে ১৩-০৯-২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি যোগদান আবেদন ই-মেইল মারফত ১৬-০৯-২০২০ তারিখে প্রেরণপূর্বক কোনো প্রকার যোগাযোগ ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুবুর রব-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণের মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে ০১-০৯-২০২১ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ১৭-১০-২০২১ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুর রব-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার শুনানিতে প্রদত্ত উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং মামলার রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার শারীরিক অসুস্থতার বিষয়টি বিবেচনায় খানিক নমনীয়তা অবলম্বন করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক তাঁকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুর রব (পরিচিতি নম্বর-২০২৮৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক তাঁকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০২ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০২৩.২১(বি.মা.)-৪৬৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর-১৭৩২৯), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আমতলী, বরগুনা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গত ২৪-০৪-২০২১ তারিখ রাত্রিবেলায় জনাব কামাল রাঢ়ী, পিতা: মোঃ মোসলেম আলী, সাং হরিদ্রাবাড়িয়া, পোস্ট: গুলিশাখালী, উপজেলা: আমতলী-কে জেলা প্রশাসক বরাবর অভিযোগ দাখিলের কারণে জনাব এনামুল হক বাদশা, অফিস সহকারী, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, আমতলী কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনে নিয়ে এসে ভয়ভীতি দেখানোর বিষয়ে তাঁর সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকা, আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীন দ্বিতীয় পর্যায়ের বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩৫০টি ঘর হতে ৭টি ঘর জনাব এনামুল হক বাদশা অফিস সহকারী, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, আমতলী এর নিকট আত্মীয় এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল ৭ (সাত) জন ব্যক্তিকে বরাদ্দ প্রদান করা, ২য় পর্যায়ে বরাদ্দ প্রাপ্ত ৩৫০টি ঘরের মধ্যে ৩৪৮টি ঘরের বিপরীতে উপকারভোগী নির্বাচনে 'ক' শ্রেণির তালিকা অনুসরণ না করে নীতিমালা বহির্ভূতভাবে 'ক' শ্রেণির তালিকার বাইরে থেকে উপকারভোগী নির্বাচন করা, ৩৫০টি ঘরের মধ্যে ৩৩৮টি ঘর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে নির্মাণ করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এ মন্ত্রণালয়ের ২৮-০৬-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৩.২১(বি.মা))-২২৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে গত ০১-০৮-২০২১ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৪-১০-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, সরকার পক্ষ, অভিযুক্তের বক্তব্য এবং নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি ৩৫০টি ঘর হতে ৭টি ঘর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের অফিস সহকারী জনাব এনামুল হক বাদশা এর নিকট আত্মীয় সচ্ছল ৭ জন ব্যক্তিকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রদান করেছেন যা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের নীতিমালা পরিপন্থী এছাড়া 'ক' শ্রেণির তালিকা বহির্ভূত ৩৪৮ জন ব্যক্তিকে ঘর প্রদান করে এবং ৩৩৮টি ঘর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে নির্মাণ করে তিনি বর্ণিত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা লঙ্ঘন করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর-১৭৩২৯), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আমতলী, বরগুনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে উপর্যুক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় আনীত অভিযোগের মাত্রা ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২) (ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৮ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০৬.২০-১২৮৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর-১৭৭২০), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ (বর্তমানে সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী হিসেবে কর্মরত)-এর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী মোছাঃ লাইজু আক্তার, পিতা-মোঃ জেনারুল হক, গ্রাম-মানসিংহপুর, ডাকঘর-রাধানগর, উপজেলা-বদরগঞ্জ, জেলা-রংপুর-এর সাথে যোগাযোগ না রাখা, স্ত্রীর মর্যাদা না দেয়া, খারাপ আচরণ করা, ডিভোর্সের হুমকি প্রদান প্রভৃতি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয়; তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন; সে পরিপ্রেক্ষিতে ২৯-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

২। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৭৭২০)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জবানবন্দি, জেরা ও প্রাপ্ত দলিল দস্তাবেজসমূহ পর্যালোচনা শেষে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান তার পরিবারের অমতে বিবাহ করেন; কিন্তু বিবাহের পর তিনি বিবাহের তথ্য গোপন রাখেন; বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে তিনি তার

স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক না রাখার চেষ্টা করেন; পরবর্তীতে সামাজিকভাবে স্ত্রীকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান এবং তার পরিবার অনীহা দেখান; তদন্ত প্রতিবেদন মতে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান তার স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতেন; তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান ও মোছাঃ লাইজু আক্তার উভয়ের বাবা-মা, জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান তার অতীত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমতা চান এবং আপোষ-মীমাংসার ইচ্ছা পোষণ করেন; এছাড়া তিনি তার স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন এবং বিবাহিত স্ত্রীকে মর্যাদা না দেয়ার জন্য পায়তারা করেছেন; তদন্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান একজন ধূর্ত, হিংস্র এবং জটিল প্রকৃতির মানুষ; তার আচরণ মার্জিত নয়; যাবতীয় সমস্যার জন্য তিনি দায়ী এবং তিনি বিষয়টি জটিল করে রেখেছেন; তার এহেন কার্যকলাপ প্রশাসন ক্যাডারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে এবং সরকারি অফিসের শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে; এবং

৪। যেহেতু, নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৭৭২০)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; তাই সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তিনি শাস্তি পাওয়ারযোগ্য; তবে অভিযুক্ত একজন নবীন কর্মকর্তা হওয়ায় তার প্রতি কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করা হলো;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৭৭২০), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ (বর্তমানে সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী হিসেবে কর্মরত)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো;

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ কার্তিক ১৪২৮/০২ নভেম্বর ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১১২.২৭.০১৮.২১-৪৪০**—যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম; জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম-এ প্রধান সহকারী হিসেবে রেকর্ডরুম শাখায় সংযুক্ত থাকাকালীন ২০/- (বিশ) টাকা ১০/- (দশ) টাকা ও ২/- (দুই) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি লাগানোর খাতে মোট ১৫,২৫,০৭০/- (পনেরো লক্ষ পঁচিশ হাজার সত্তর) টাকা উত্তোলন করে ১১,২১,৭৯৮/- (এগার লক্ষ একুশ হাজার সাতশত আটানব্বই) টাকার কোর্ট ফি না লাগিয়ে আত্মসাত করেছেন মর্মে জনাব এস. এম. রাহাতুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার, রেকর্ডরুম শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ হাসিবুল হাসান, সহকারী কমিশনার'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত প্রতিবেদন দৃষ্টে দেখা যায়, বর্ণিত সময়ে ট্রেজারী থেকে কোর্ট ফি উত্তোলনের নিমিত্ত চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে কোর্ট ফি উত্তোলনপূর্বক অন্যত্র বিক্রি করেছেন এবং মৌজা ম্যাপের টাকা চালানের মাধ্যমে জমা করেননি। কোর্ট ফি ব্যবহার না করে =১১,৯৭,৪৬০/- (এগার লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত ষাট) টাকা এবং ০৬ (ছয়)টি মৌজা ম্যাপের -৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা সর্ব মোট=১২,০০৪৬০/- (বার লক্ষ চারশত ষাট) টাকা আত্মসাত করেছেন;

২। যেহেতু, কোর্ট ফি না লাগিয়ে আত্মসাৎকৃত টাকা চলতি হিসাব নং-৫২০৮৪৩৩০১৩৫৩৮ জমা স্লিপ নং-খ ৬২৩৩০১ তারিখ: ২৯-০৬-২০২০ এর মাধ্যমে ১১,২১,৭৯৮/- (এগার লক্ষ একুশ হাজার সাতশত আটানব্বই) টাকা এবং জমা স্লিপ নং-খ ২৮৬৯৮২ তারিখ: ২১-০৯-২০২০ এর মাধ্যমে=৭৫,৬৬২/- (পঁচাত্তর হাজার ছয়শত বাষট্টি) টাকা মোট=১১,৯৭,৪৬০/- (এগার লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত ষাট) টাকা ও চালান নং-০৬ তারিখ: ২১-০৯-২০২০ এর মাধ্যমে ১৪৬৩৭-০০০১-১২২১ কোডে ০৬টি মৌজা ম্যাপের=৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা জমা করেছেন;

৩। যেহেতু, ট্রেজারী থেকে কোর্ট ফি উত্তোলনের নিমিত্ত চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে কোর্ট ফি উত্তোলনপূর্বক আত্মসাত করেছেন এবং মৌজা ম্যাপের টাকা জমা না দিয়ে আত্মসাত করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ৩০-০৭-২০১৭ হতে ১৬-০৫-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১৯,২৮,৯১০/- (উনিশ লক্ষ আটাশ হাজার নয়শত দশ) টাকা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করেন এবং ৩১-০৭-২০১৭ হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের মধ্যে ১৯,২৮,৯১০/- (উনিশ লক্ষ আটাশ হাজার নয়শত দশ) টাকা কোর্ট ফি বাবদ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করেন। জনাব মোঃ হাসিবুল হাসান, সহকারী কমিশনার, কুড়িগ্রাম-এর তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১১,৯৭,৪৬০/- (এগারো লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত ষাট) টাকার কোর্ট ফি উত্তোলন করলেও তা খতিয়ানে ব্যবহার না করার প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা পরবর্তীতে কোর্ট ফি বাবদ ১১,৯৭,৪৬০/- (এগারো লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত ষাট) টাকা ব্যাংক হিসাবে এবং মৌজা ম্যাপ বাবদ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করেন। যা শুনানীতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা এবং সরকার পক্ষে মনোনীত কর্মকর্তা স্বীকার করেন এবং জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম-এর প্রতিবেদনেও উল্লেখ আছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উত্তোলিত টাকা ট্রেজারী চালানে জমা প্রদান করা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে সমপরিমাণ অর্থ ফেরত গ্রহণের কারণ বর্ণনা করা হয়নি। ক্রয়কৃত স্ট্যাম্প যথাযথ স্থানে না বসিয়ে অন্যত্র বিক্রি করেছেন কিনা তা স্পষ্ট হয়নি তদন্ত প্রতিবেদনে। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম কর্তৃক অভিযোগে বর্ণিত অর্থ অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে ফেরত গ্রহণ করা যথাযথ হয়নি। তবে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে উত্তোলনকৃত কোর্ট ফি পর্যায়ক্রমে সকল কর্মচারীদের দিয়ে আবেদনে বসানোর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে না পারা তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মর্মে স্বীকার করেছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ দায়িত্বে অবহেলা করেছেন মর্মে প্রমাণিত হয়। সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। এ কারণে তার এ অপরাধে লঘুদণ্ড প্রদান যুক্তিসংঙ্গত হবে। এমতাবস্থায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: হাবিবুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অর্থ উত্তোলন ও উক্ত অর্থ দিয়ে কোর্ট ফি উত্তোলন, অভিযোগে বর্ণিত অর্থ ফেরত প্রদান এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলি কদর
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ কার্তিক ১৪২৮/০৭ নভেম্বর ২০২১

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১১.০০৬.২০১৩-৩০০**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ৩১ (১) ধারা অনুযায়ী প্রফেসর ড. মোঃ নুরল আনোয়ার-কে পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম-এর ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ করা হলো:

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: নূর-ই-আলম
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অপরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ কার্তিক ১৪২৮/১১ নভেম্বর ২০২১

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৩.০৬.০০১.১৭-২০৭**—বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২১ নং আইন) এর ৫ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে জাতীয় আরকাইভস উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করল :

সভাপতি

১. সিনিয়র সচিব বা সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)

৩. প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)

৪. প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)

৫. প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)

৬. প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)

৭. প্রতিনিধি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)

৮. প্রতিনিধি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)

৯. প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)

১০. প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)

১১. প্রতিনিধি, ইতিহাস বিভাগ বা আরকাইভস সংশ্লিষ্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১২. প্রতিনিধি, ইতিহাস বিভাগ বা আরকাইভস সংশ্লিষ্ট বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. প্রতিনিধি, ইতিহাস বিভাগ বা আরকাইভস সংশ্লিষ্ট বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. প্রতিনিধি, ইতিহাস বিভাগ বা আরকাইভস সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আরকাইভ

১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

সদস্য-সচিব

১৭. মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

২। উক্ত পরিষদ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২১ নং আইন) এর ৬ ও ৭ ধারার আলোকে সকল কার্য সম্পাদন করবে।

৩। এ মন্ত্রণালয়ের ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখের ৪৩.০০.০০০০.১১৩.০৬.০০১.১৭.২৬০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় আরকাইভস উপদেষ্টা পরিষদ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা সুলতানা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১০ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৬ অক্টোবর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-১)২৩৩**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পলাশবাড়ী	৪৯	০১	৩৯৫৪	সাভার	ঢাকা

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-১)২৩৪**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	উপজেলা/থানার নাম	জেলার নাম
১	বাউনিয়া	০১	০৩	২৪৩৮, ২৪৯১, ৭৬৫৭	পল্লবী	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাকিলা রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ কার্তিক ১৪২৮ বঃ/০৮ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং **৩০.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৩.২১-২৩৬**—দেশের পর্যটনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের গত ১০-০৮-২০০৪ তারিখের বিপম/পশা-১/বাপক-৩২/২০০৩-৬৫১ নং প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে জেলাভিত্তিক (তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান ব্যতীত) পর্যটন উন্নয়ন কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি

সভাপতি

১. জেলা প্রশাসক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান ব্যতীত)

সদস্যবৃন্দ

২. পুলিশ সুপার
৩. পুলিশ সুপার (ট্যুরিস্ট পুলিশ)
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ
৫. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
৬. সিভিল সার্জন
৭. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)
৮. মেয়র, পৌরসভা
৯. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
১২. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/বন বিভাগের প্রতিনিধি
১৩. জেলা শিক্ষা অফিসার
১৪. জেলা তথ্য অফিসার
১৫. উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৬. উপমহাব্যবস্থাপক, বিসিক
১৭. স্টেশন ম্যানেজার, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ (যদি থাকে)।
১৮. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (যদি থাকে)।
১৯. জেলা কালচারাল অফিসার
২০. জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার
২১. সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
২২. সভাপতি, প্রেসক্লাব
২৩. সভাপতি, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন
২৪. সভাপতি, ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন
২৫. সভাপতি, হোটেল মালিক সমিতি
২৬. সভাপতি, সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি
২৭. পর্যটন বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)
২৮. নারী সংগঠন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)
২৯. পর্যটন খাতের একজন যুব উদ্যোক্তা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)
৩০. নৃ-জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) (যদি থাকে)
৩১. গণ্যমান্যব্যক্তি (২জন) (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)

সদস্য-সচিব

৩২. ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম সেল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

কার্যপরিধি :

১. জেলার পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;

২. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের নিরাপত্তা ও শৃংখলা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটকদের যাতায়াত ও অবস্থানের স্বাচ্ছন্দ বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. বিদেশি পর্যটকদের জন্য বিশেষ এলাকা নির্ধারণের প্রয়োজন ও অবকাশ থাকলে সেরূপ এলাকা নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ;

৫. বিদেশি পর্যটকগণের বাংলাদেশে ভ্রমণ ও অবস্থানকে নিরাপদ ও আরামদায়ক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. পর্যটন স্থানসমূহের উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ;

৭. জেলার পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৮. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৯. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক গঠিত ভলান্টিয়ারগণের কাজের সমন্বয়;

১০. উপজেলাসমূহের পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা তদারকি;

১১. বিশ্ব পর্যটন দিবস পালনের প্রয়োজনয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১২. পর্যটন উন্নয়ন ও প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা;

১৩. পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
উপ-সচিব (পর্যঃ-২ অধিশাখা)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
অগ্নি শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ কার্তিক ১৪২৮/০১ নভেম্বর ২০২১

নং **৫৮.০০.০০০০.০৫৩.২৩.০০১.২০-৪৯**—ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ৩৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে তাদের সাহসিকতা, ঝুঁকিপূর্ণ ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালের প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক, প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক এবং বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক প্রদান করা হলো:

(ক) ২০২১ সালের 'প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক'

ক্র.	নাম, পিএন, পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ (পিএন-১৮২২), সিনিয়র স্টেশন অফিসার, রাজশাহী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন।
(২)	জনাব মোঃ ইকবাল হাসান (পিএন-২৮৬৬), সিনিয়র স্টেশন অফিসার, টংগী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, গাজীপুর, গাজীপুর।
(৩)	জনাব মোঃ আল মাসুদ (পিএন-৯৯৫৮), স্টেশন অফিসার, সহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা (এল আর শাখা)।
(৪)	জনাব মোঃ এবাদুল্লাহ (পিএন-২৫২৮), লিডার, সদরঘাট নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।
(৫)	জনাব মোঃ কামরুল হাসান (পিএন-৮৬০৭), ফায়ার ফাইটার, মধুপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, [সংযুক্তি: টাংগাইল ফায়ার স্টেশন]।
(৬)	জনাব জয়দেব চন্দ্র সরকার (পিএন-১১১৫৫), ফায়ার ফাইটার, পার্বতীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, দিনাজপুর [সংযুক্তি: সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, ঢাকা]।
(৭)	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন (পিএন-১২৩৩৩), ডুবুরী, সিদ্দিকবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।
(৮)	জনাব শেখ মামুনুর রশিদ (পিএন-১১০৯১), স্টাফ অফিসার, উপসহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঝিনাইদহ।
(৯)	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান (পিএন-২৩০৬), ফায়ার ফাইটার, লামারবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চট্টগ্রাম।

(খ) ২০২১ সালের 'প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক'

ক্র.	নাম, পিএন, পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ শামীম মিয়া (পিএন-১৪০৩), সিনিয়র স্টেশন অফিসার, বন্দর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চট্টগ্রাম [সংযুক্তি: এম.টি. ও অধিদপ্তর, ঢাকা]।
(২)	জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন (পিএন-১০০১৭), স্টেশন অফিসার, কাজিপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, সিরাজগঞ্জ।
(৩)	জনাব লাসমিন সুলতানা (পিএন-৯৯০০), স্টাফ অফিসার, মিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।
(৪)	জনাব মোঃ রুবেল আহমেদ (পিএন-১০৭২০), ফায়ার ফাইটার, খিলগাঁও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।
(৫)	জনাব মোঃ সোহেল মিয়া (পিএন-১৩৪৮৭), ডুবুরী, লংগদু স্থল কাম নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, রাঙ্গামাটি [সংযুক্তি: রাঙ্গামাটি ফায়ার স্টেশন]।

ক্র.	নাম, পিএন, পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল
(৬)	জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক (পিএন-৪৪৪৮), সিনিয়র স্টেশন অফিসার, আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চট্টগ্রাম।
(৭)	জনাব মোঃ রমজান শেখ (পিএন-৭৫৭৬), ফায়ার ফাইটার, শালিখা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, [সংযুক্তি: মাগুরা ফায়ার স্টেশন]।
(৮)	জনাব শিমুল মোঃ রাফি (পিএন-৩৩০৫), উপসহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, হবিগঞ্জ।
(৯)	জনাব ফয়েজ আহম্মেদ (পিএন-৯৯১৪), স্টেশন অফিসার, দাউদকান্দি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, কুমিল্লা।

(গ) ২০২১ সালের 'বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক'

ক্র.	নাম, পিএন, পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল
(১)	জনাব দেবাশীষ বর্ধন (পিএন-৬০২৩), উপপরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
(২)	জনাব মোহাম্মদ আবুল বাসার (পিএন-২৭৩০), উপসহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা উত্তর [জোন-২]।
(৩)	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান (পিএন-৫২৩৭), সিনিয়র স্টেশন অফিসার, তেজগাঁও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।
(৪)	জনাব আবুজর গিফারী (পিএন-১১০২৬), স্টেশন অফিসার, কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন।
(৫)	জনাব মোঃ ইউনুছ আলী (পিএন-৯৯৮৬), স্টেশন অফিসার, মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, [সংযুক্তি: সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশন, ঢাকা]।
(৬)	জনাব রাব্বি শেখ (পিএন-১২৩৩৬), ডুবুরী, খুলনা নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন।
(৭)	জনাব মোঃ রাজিব মিয়া (পিএন-১২৩৪০), ডুবুরী, সমুদ্রগামী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চট্টগ্রাম।
(৮)	জনাব জহির উদ্দিন (পিএন-৯১৮২), ডুবুরী, সিদ্দিক বাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা [সংযুক্তি: টংগী ফায়ার স্টেশন, গাজীপুর]।
(৯)	জনাব জুয়েল রানা (পিএন-৯৬০৫) ডুবুরী, রাজশাহী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন।

(ঘ) ২০২১ সালের 'বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক'

ক্র.	নাম, পিএন, পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল
(১)	জনাব শামীম আহসান চৌধুরী (পিএন-৬৬১৬), উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চট্টগ্রাম।
(২)	জনাব মোঃ এনায়েত উল হক (পিএন-৬৭৪২), ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর, সহকারী পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
(৩)	জনাব মোঃ আরিফ আনোয়ার (পিএন-৯৯৯১), স্টেশন অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, গাইবান্ধা।
(৪)	জনাব রাহুল দেবনাথ (পিএন-১১১০৩), স্টেশন অফিসার, চন্দনপুরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, চট্টগ্রাম [সংযুক্তি: মহাপরিচালকের দপ্তর, ঢাকা]।
(৫)	জনাব গৌতম কুমার হালদার (পিএন-১২৫৮০), ড্রাইভার, কালকিনি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মাদারীপুর [সংযুক্তি: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, পূর্বাচল, রূপগঞ্জ]।
(৬)	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান (পিএন-১২১২১), ফায়ার ফাইটার, জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, গাজীপুর [সংযুক্তি: কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা]।
(৭)	জনাব মনোয়ার খান (পিএন-৯৩২০), ফায়ার ফাইটার, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, [সংযুক্ত: সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশন, ঢাকা]।
(৮)	জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম (পিএন-৯৪০৬), ফায়ার ফাইটার, পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঢাকা।
(৯)	জনাব মোঃ তারা মিয়া (পিএন-৭৪৪৪), ফায়ার ফাইটার, ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, [সংযুক্তি: জামালপুর ফায়ার স্টেশন]।
(১০)	জনাব মোঃ জালাল উদ্দীন (পিএন-১৩৪৮৬), ডুবুরী, লংগদু স্থল কাম নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, রাঙ্গামাটি [সংযুক্তি: বরিশাল নদী ফায়ার স্টেশন]।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহিদুল ইসলাম
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
নির্মাণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৫৬.২৭.০১৬.২১-৫২৪**—যেহেতু জনাব মোঃ নাজমুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর বিভাগ দায়িত্বরত অবস্থায় শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রি-কাস্ট পাইল কাস্টিং এর পূর্বে মাঝখানের রিইনফোর্সমেন্ট কেটে ঢালাই করা হয়। ফলে লিফটিং পাইল করার সময় একটি পাইল দুটি পাইলে রূপান্তরিত হয়। ৯৬টি পাইলের মধ্যে ৫২টি পাইলে এ ধরনের ঘটনা ঘটায় ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম অনিশ্চয়তায় পড়েছে। তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে নির্মাণ কাজের তদারকি এবং ইমারত নির্মাণের standard মান অনুসরণের দায়িত্ব পালন করেননি। এতে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ভবনটির নির্মাণ কাজ ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে।

২। যেহেতু তার এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ)(আ) অনুযায়ী কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনের শামিল।

৩। এক্ষণে সেহেতু জনাব মোঃ নাজমুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর বিভাগকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) মোতাবেক সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৪। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ /১৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৫৬.২৭.০১৬.২১-৫২৫**—যেহেতু জনাব নূর মোহাম্মদ, উপসহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শরীয়তপুর জেলা-১ (বর্তমানে মাদারীপুর জেলায় ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত) দায়িত্বরত অবস্থায় শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রি-কাস্ট পাইল কাস্টিং এর পূর্বে মাঝখানের রিইনফোর্সমেন্ট কেটে ঢালাই করা হয়। ফলে লিফটিং পাইল করার সময় একটি পাইল দুটি পাইলে রূপান্তরিত হয়। ৯৬টি পাইলের মধ্যে ৫২টি পাইলে এ ধরনের ঘটনা ঘটায় ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম অনিশ্চয়তায় পড়েছে। তিনি উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে নির্মাণ কাজের তদারকি এবং ইমারত নির্মাণের standard মান অনুসরণের দায়িত্ব পালন করেননি। এতে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ভবনটির নির্মাণ কাজ ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে।

২। যেহেতু তার এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ)(আ) অনুযায়ী কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনের শামিল।

৩। এক্ষণে সেহেতু জনাব নূর মোহাম্মদ, উপসহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শরীয়তপুর জেলা-১ (বর্তমানে মাদারীপুর জেলায় ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) মোতাবেক সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৪। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৫৬.২৭.০১৬.২১-৫২৬**—যেহেতু জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শরীয়তপুর জেলা-২ দায়িত্বরত অবস্থায় শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রি-কাস্ট পাইল কাস্টিং এর পূর্বে মাঝখানের রিইনফোর্সমেন্ট কেটে ঢালাই করা হয়। ফলে লিফটিং পাইল করার সময় একটি পাইল দুটি পাইলে রূপান্তরিত হয়। ৯৬টি পাইলের মধ্যে ৫২টি পাইলে এ ধরনের ঘটনা ঘটায় ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম অনিশ্চয়তায় পড়েছে। তিনি উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে নির্মাণ কাজের তদারকি এবং ইমারত নির্মাণের standard মান অনুসরণের দায়িত্ব পালন করেননি। এতে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ভবনটির নির্মাণ কাজ ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে।

২। যেহেতু তার এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ)(আ) অনুযায়ী কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনের শামিল।

৩। এক্ষণে সেহেতু জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শরীয়তপুর জেলা-২ কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) মোতাবেক সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৪। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৫.২১-৩৭৩**—যেহেতু ডা. সবুক্তগীন মাহমুদ সোহেল (১৩৬৬০৮), সহকারী সার্জন, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, কক্সবাজারের বিরুদ্ধে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত-৫, সিলেটে ২০১৮ সনের যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ধারায় দায়েরকৃত সি.আর মামলা নম্বর ১০৯/২০১৯ দায়ের করা হয় এবং ১৬-০২-২০২১ খ্রি. তারিখে অভিযোগপত্র গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা মোতাবেক 'কোনো কর্মচারী দেনার দায়ে কারাগারে আটক থাকিলে, অথবা কোনো ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার হইলে বা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গৃহীত হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ আটক, গ্রেফতার বা অভিযোগপত্র গ্রহণের দিন হইতে তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে;

সেহেতু ডা. সবুক্তগীন মাহমুদ সোহেলকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী অভিযোগপত্র গ্রহণের তারিখ : ১৬-০২-২০২১ খ্রি. হতে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সচিব।